যুগান্তর

তারিখ 14 JAN 2017
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

চট্টগ্রামের অধিকাংশ স্কুলে পৌঁছায়নি সব শ্রেণীর বই

এমএ কাউসার, *চট্টগ্রাম ব্যুরো*

বছরের প্রথম দিন সারা দেশের মতো চট্টগ্রামেও পালন করা হয় বই উৎসব। অথচ নগরী ও জেলার অধিকাংশ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এখনও পৌঁছায়নি সব শ্রেণীর নতুন বই। বাংলা, ইংরেজি ও গণিতের মতো প্রধান বইগুলো ছাড়া দু-একটি করে বই দিয়ে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে এসব স্কুলের কোমলমতি শিশুশিক্ষার্থীদের। বাকি বইগুলোর জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ রীতিমতো ধরনা দিচ্ছে জেলা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে। তবে কবে নাগাদ তা পাওয়া যাবে এর কোনো উত্তর নেই শিক্ষা অফিসের বই বিতরণ শাখার কর্মকর্তাদের কাছে। এমন অভিযোগ সংশ্লিষ্টদের।

কবে পাওয়া যাবে তারও উত্তর নেই

সূত্র জানায়, এ বছর চট্টগ্রাম জেলার ৪ হাজার ৭৯২টি প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সম্ভাব্য শিক্ষার্থী ১০ লাখ ৮৮ হাজার ১০৫ জন। প্রথম থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে রয়েছে ৩টি পাঠ্যপুস্তক (বাংলা, ইংরেজি ও গণিত)। আর ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণীতে রয়েছে ৬টি পাঠ্যপুস্তক (বাংলা, ইংরেজি, গণিত, সমাজ, বিজ্ঞান ও ধর্ম)। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ৩৩ বিষয়ে ৫১ লাখ ৯৭ হাজার ২০টি পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা দেয়া হয় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরে। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে চট্টগ্রামের ২০ শিক্ষা থানায় পাঠ্যপুস্তক পাঠানোর কার্যক্রম শুরু হয়ে ওই মাসের শেষ দিকে সম্পন্ন হয়েছে বলে জানানো হয়। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) কর্তৃপক্ষ চাহিদা অনুযায়ী সব শিক্ষা কেন্দ্রে বই পৌঁছে দেয়ার কার্যক্রম মনিটরিং করে। এদিকে মাধ্যমিক পর্যায়ে (মাদ্রাসা ও কারিগরিসহ) ১ হাজার ৫১৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী রয়েছে ১০ লাখ ৩৫ হাজার ৬০৪ জন। এজন্য ১ কোটি ৩৪ লাখ ৩৫ হাজার ৩০০ বইয়ের চাহিদা দেয়া হয়।

চট্টগ্রামের বোয়ালখালী উপজেলার পশ্চিম কধুরখীল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. ওয়াইজউদ্দিন হায়দার যুগান্তরকে বলেন, 'প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীতে একটি বিষয়ের বই দিয়ে আপাতত শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে নেয়া হচ্ছে। কোনো শ্রেণীতে সব দেয়া হয়নি। প্রতিদিন খোঁজ নেয়া হচ্ছে। তবে কবে নাগাদ পাওয়া যাবে— এ ব্যাপারে কিছুই জানাতে পারছেন না শিক্ষা কর্মকর্তারা।'

এ প্রসঙ্গে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নাসরিন সুলতানা যুগান্তরকে বলেন, 'বইয়ের কোনো ঘাটতি নেই। সব স্কুলে বই পৌঁছে দেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ঘাটতি থাকা বিষয়ের বইগুলোও পর্যায়ক্রমে পাঠানো হচ্ছে। আগামী দু-একদিনের মধ্যে বই বিতরণের কাজ পুরোপুরি শেষ হয়ে যাবে।'

নগরীর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরেজমিনে গিয়ে জানা যায়, ১২ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার পর্যন্ত অধিকাংশ স্কুলে পৌঁছায়নি সব শ্রেণীর নতুন বই। এ ছাড়া প্রাথমিক পর্যায়ে চাহিদা অনুযায়ী বই পায়নি বলেও জানা গেছে। কয়েকটি শ্রেণীতে দেয়া হয়েছে দু-তিনটি বিষয়ের বই।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে নগরীর একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক যুগান্তরকে বলেন, 'বৃহস্পতিবার পর্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর তিনটি ও চতুর্থ শ্রেণীর দুটি বিষয়ের বই পাওয়া গেছে। তবে প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম শ্রেণীর সব বিষয়ের বই পেয়েছি। জেলা শিক্ষা অফিস পুরনো বই দিয়ে বাকি বিষয়গুলো চালিয়ে নেয়ার নির্দেশনা দিয়েছেন।'

এদিকে নগরীর ইডেন রেসিডেন্সিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ আবদুল আওয়াল জানান, মাধ্যমিক পর্যায়ের কোনো শ্রেণীতে এখনও সব বই পাওয়া যায়নি। এর মধ্যে অষ্টম শ্রেণীর ইংরেজি, গণিত ও সাধারণ বিজ্ঞানের মতো প্রধান বিষয়গুলোর বই এখনও পাওয়া যায়নি।

এ প্রসঙ্গে জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের বই বিতরণ শাখার কর্মকর্তা মো. হাসান জানান, তালিকাভুক্ত স্কুলে বই দেয়ার পর তালিকাবহির্ভূত স্কুলগুলোতে বই দেয়া হবে। যে স্কুল বই পায়নি বলছে, তারা হয়তো তালিকায় নেই।